ইত্তেফাক

057

তারিখ 16 JUN 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

প্রায় ৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের অপেক্ষায়—

। বিমল কুমার সাহা ।

বাংলাদেশে এখন ৭ হাজার ৭৫৭টি বে-সরকারী প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণের অপেক্ষায় আছে। এই সকল স্কুলের ৩০ হাজার শিক্ষক প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে বছরের পর বছর শিক্ষা দান করিতেছেন। একদিন সরকারীকরণ হইবে এবং বেতন পাইবেন এই আশায় তাহারা দিন গণিতেছেন।

এই বে-সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮৫৪ জন। এই তথ্য ঢাকাস্থ প্রাইমারী শিক্ষা পরিদপ্তর হইতে পাওয়া।

আমাদের দেশে প্রাইমারী স্কুলগুলি প্রথমে গ্রামের শিক্ষানুরাগী লোকেরা চাঁদা তুলিয়া গড়িয়া তোলেন। তাহাদের চাঁদার টাকায় প্রথমে স্কুলের জন্য একটি চালাঘর গড়িয়া উঠে এবং গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবকেরা শিক্ষকতা শুরু করেন। স্কুল চালু হওয়ার পর গ্রামের লোকেরা নিজেদের আর্থিক সংকটের প্রেক্ষিতে ক্রমে তাহাদের সাহায্য সহযোগিতার হাত গুটাইয়া নেয়। তখন স্কুল চালাইবার দায়িত্ব পড়ে শিক্ষকদের উপর। কোন কোন ক্ষেত্রে বিনাবেতনে চাকুরীরত শিক্ষকদের স্কুল চালনার আনুষঙ্গিক খরচ নিজেদের পকেট হইতে চালাইতে হয়।

জানা যায়, ১৯৭৩ সালে প্রাইমারী শিক্ষা জাতীয়করণের পর দীর্ঘ দিনে অতি অল্পসংখ্যক প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণ করা হইয়াছে। এক তথ্যে জানা যায়, ৮০ সালের পর এ পর্যন্ত দুইশত ২০টি স্কুল সরকারীকরণ হয়।

তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় এক হাজার বে-সরকারী প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত ছিল। প্রাইমারী শিক্ষা পরিদপ্তরের একটি উর্ধতন সূত্রে জানা যায়, এখন প্রাইমারী স্কুল সরকারীকরণের পরিবর্তে ঐ খাতে বরাদ্দকৃত টাকার বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের বেনিফিট দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করা হইতেছে।

বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল সমূহে শিক্ষার পরিবেশ নাই·

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUN 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

বলিলেই 'চলে। এমনও স্কুল আছে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের গাছতলায় ক্লাস করিতে হয়। অপরদিকে দেশে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা এখন ৩৬ হাজার ৫২৬টি। '৮৪ সালে সরকারী প্রাইমারী স্কুলসমূহে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮৯ লক্ষ। তবে সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপে এ সংখ্যা ৯৮ লক্ষে উঠিয়াছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯ লক্ষ বাড়িয়া যাওয়া শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতেছে বলিয়া জনৈক কর্মকর্তা জানান।

প্রাইমারী শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক '৮৩ সালে পরিচালিত এক জরিপ রিপোর্টে বলা হয়, দেশে ১৮০০ হইতে ১৮১৯ সালের মধ্যে মাত্র ৫৮টি স্কুল, ১৮২০ হইতে ১৮৩৯ সালের মধ্যে ১০২টি স্কুল, ১৮৪০ হইতে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ১০৪টি স্কুল, ১৮৬০ হইতে ১৯৭৯ সালের মধ্যে ১৬৫টি স্কুল, ১৮৮০ হইতে ১৮৯৯ সালের মধ্যে ৬৭৯টি স্কুল, ১৯০০ হইতে ১৯১৯ সালের মধ্যে ২৮৭১টি স্কুল, ১৯২০ হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ১৬৮৩টি স্কুল, ১৯৪০ হইতে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ১০,১৫২টি স্কুল, ১৯৬০ হইতে ১৯৭১ সালের মধ্যে, ১১৪৭৫টি স্কুল এবং ১৯৮০ হইতে ১৯৮৩ সালের মধ্যে ১০৭টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ৩৬,৬২৬টি সরকারী প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ৩৫,৩৯৬টি স্কুলের হিসাব পাওয়া যায়। বাকী ১২৩০ সরকারী প্রাথমিক স্কুল কোন কোন সালে স্থাপিত হইয়াছে, জরীপে তাহা জানা যায় নাই। উক্ত জরিপ হইতে আরও জানা যায়, জরিপকালীন সময়ে সরকারী প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল, একলক্ষ ৪৪ হাজার ৭৪২ জন। ইহার মধ্যে একলক্ষ ৩৩ হাজার ৬২৬ জন শিক্ষক ও ১১ হাজার ১১৬ জন শিক্ষিকা। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৯১ দশমিক ৫৬ ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলে উপস্থিত এবং বাকী ৮ দশমিক ৪৪ ভাগ অনুপস্থিত থাকেন। শতকরা ৭৪ দশমিক ৭০ ভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বাকী ২৫ দশমিক ৩০ ভাগের প্রশিক্ষণ ছিল না। এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হইল : শতকরা ৪৫ দশমিক ৮৩ ভাগ এস এস সি পাস, ১ দশমিক ৪৬ ভাগ টোল পাস, দশমিক ৯৩ ভাগ হাই মাদ্রাসা পাস, ৩৫ দশমিক ৬৩ ভাগ এইচ এস সি পাস, ৩ দশমিক ৫৮ ভাগ ফাজেল পাস, ৪ দশমিক ৭৬ ভাগ স্নাতক শ্রেণী পাস এবং ৬১ জন মাষ্টার ডিগ্রীধারী।

আরও জানা যায়, প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশী। মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা ৫৭. দশমিক ৮৫ ভাগ ছাত্রী। শতকরা ৮৬ দশমিক ২০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত হয়।

জরিপ রিপোর্টে আরও বলা হয়, ৩৬,৬২৬টি সরকারী প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ২৮,৪৯৭টি স্কুলে বর্ষা কালে ক্লাস করা দুরূহ ব্যাপার, ঐসব স্কুলের চালা দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে। কোন কোন স্কুল আবার আকাশে মেঘ দেখিয়া ছুটি দিতে হয়। বাকী ৮ হাজার ১২৯টি স্কুল সব মৌসুমে ক্লাস করিবার উপযোগী। তবে জরিপ রিপোর্টে কতগুলি স্কুলের ক্লাস গাছতলায় হয়। উহার উল্লেখ নাই।

প্রাইমারী শিক্ষা উন্নয়নে ৬৪৪ কোটি টাকার প্রকল্প

এদিকে সমন্বিত প্রাইমারী শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে ৬ শত ৪৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে উন্নয়ন কাজ শুরু হইয়াছে।

এই কর্মসূচীর অধীনে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পল্লী এলাকায় ৬ হাজার ৫৭৭টি ও শহর এলাকায় ৭৭৮টি নূতন স্কুল ভবন নির্মাণ এবং ৩ হাজার ৩ শত স্কুলের মেরামত এবং সংস্কার করা হইবে। ইহাছাড়া ৬৫০টি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের বাসভবন, ঢাকায় পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা ভবন ও জয়দেবপুরে ১টি প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং স্কুলসমূহে ১৪ হাজার ২২২টি পায়খানা নির্মাণের কর্মসূচীও এই প্রকল্পের আওতায় রহিয়াছে। খাবার পানির সুবিধার্থে ১৩ হাজার ১৩২টি স্কুল প্রাঙ্গণে নলকূপও বসানো হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনা মূল্যে ৭ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৬ হাজার সেট বই দেওয়া হইবে। এই কর্মসূচীতে শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে।

তবে জানা যায়, বিগত ২য় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব ও অর্থ বরাদ্দের বিলম্ব হেতু প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নাই।

৬১ লক্ষাধিক শিশু স্কুলে যায় না

অপর এক তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রাইমারী স্কুলে গমনযোগ্য বয়সের অর্থাৎ ৫ হইতে ৯ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা এক কোটি ৬১ লক্ষ ১৭ হাজার। এদিকে সরকারী ও বে-সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা একুনে এক কোটি হইলেও বাকী স্কুলে গমনযোগ্য বয়সের ৬১ লক্ষ ১৭ হাজার ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায় না।